TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১০ প্রকাশ
বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়নি

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর ২০১০: বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক আজ সারা বিশ্বে দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১০ প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সিপিআই সূচক ২০১০ স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এবছর সিপিআই অনুযায়ী সূচকের ০-১০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২.৪ যা গত বছরের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে। একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বাদশ স্থানে রয়েছে আজারবাইজান, হন্ডুরাস, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, সিয়েরা লিওন, টোগো, ইউক্রেইন ও জিম্বাবুয়ে। এবছর জরিপকৃত ১৭৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৪। তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ত্রয়োদশ এবং জরিপভুক্ত ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৯। উল্লেখ্য, সূচক অনুযায়ী একাধিক দেশ একই স্কোর পাওয়ার কারণে তালিকায় ১৭৮টি দেশের মধ্যে ১৩৪তম হলেও বাংলাদেশ এবার তালিকার নিম্নক্রম অনুসারে দ্বাদশ স্থান পেয়েছে।

সিপিআই ২০১০ অনুযায়ী ৯.৩ স্কোর পেয়ে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে প্রথমবারের মত তিনটি দেশ একত্রে অবস্থান করে নিয়েছে। এরা হল: ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর। এশিয়ার সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিবেচিত সিঙ্গাপুর গত বছরের তুলনায় দশমিক এক স্কোর বেশি অর্জন করে এ বছর নিউজিল্যান্ড এবং ডেনমার্কের সাথে যৌথভাবে বিশ্বের কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে প্রথমবারের মত জায়গা করে নিয়েছে। গত বছর ১৮০টি দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুরের অবস্থান ছিল তৃতীয়।

২০০৯ সালের মতো এ বছরও তালিকায় সর্বনিম্ন স্কোর (১.১) পেয়েছে সোমালিয়া। নিম্নক্রম অনুসারে দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তান ও মায়ানমার, তৃতীয় স্থানে ইরাক এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে সুদান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।

সিপিআই ২০১০ এ ১৭৮ টি দেশের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ দেশের স্কোর ৫ এর নীচে যা বিশ্বে দুর্নীতির প্রবল মাত্রাকেই নির্দেশ করে। টিআই এর চেয়ার হিউগেট লেবেল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "২০১০ এর ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বজুড়ে সুশাসনকে সুদৃঢ় করতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু দুর্নীতির কারণে বহু মানুষের জীবন-যাত্রা হুমকির সম্মূখীন, সেহেতু সকল সরকারকেই সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। বস্তুতপক্ষে সকল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুশাসন হল একটি অপরিহার্য সমাধান। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে, জন আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং দুর্নীতির চাকা থামাতে বিশ্বজুড়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এদুটো বিষয়ের প্রতিষ্ঠা ছাড়া অনেক বৈশ্বিক সমস্যার মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সমাধান ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।"

এবছরের সূচক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশের এবারের স্কোর গতবারের সমপর্যায়ে থাকাটা নিরাশাব্যঞ্জক, কারণ ২০০৮ এর তুলনায় ২০০৯ এ আমরা ০.৩ পয়েন্ট বেশি পেয়েছিলাম। এক বৎসরের ব্যবধানে ০.৩ পয়েন্ট বেশি স্কোর পাওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা ছিল যে গতবারের অর্জিত উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকবে, এবং বাংলাদেশ হয়ত গতবারের

চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি স্কোর পাবে, বিশেষ করে এমন প্রেক্ষিতে যখন দেশে এমন এক সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে যাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতিবিরোধী দৃঢ় অবস্থান অন্যতম প্রাধান্য পেয়েছিল।''

তিনি আরো বলেন, ''সূচকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অগ্রগতি হবে কি না তা নির্ভর করছে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। বিশেষ করে, জাতীয় সংসদ, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, সরকারি প্রশাসন, এবং মানবাধিকার কমিশনের মতো গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সততা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, এবং কার্যকারিতা বর্তমান সরকার কতটা নিশ্চিত করতে পারবে তার ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করাও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য।''

উল্লেখ্য, দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক। এ সূচকটি নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ সিপিআই-এ প্রেরণ করা বা বিবেচনা করা হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এ সূচক ব্যবহার করা হয়। যে দেশগুলো ০-১০ এর স্কেলে ৩ বা তার কম স্কোর পেয়ে তালিকার নিচে অবস্থান করে, সিপিআই অনুযায়ী সেই দেশগুলোতে দুর্নীতির ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে, যে দেশের স্কোর যত বেশি অর্থাৎ ১০ এর কাছাকাছি, সে দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা তত কম বলে সূচকে ধারণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

গণমাধ্যম যোগাযোগঃ

রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক, আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
০১৭১৩০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org